311

311
DĀS (Nagendranāth)
Phāṃsi.
Kalikātā: N. Dāsa, [1931?].
12 p. 19 cm.
Nationalistic poems and an essay 'Aśānti', dealing with the British government's repression of the civil disobedience campaign 1930-31.
PP Ben B 44; PIB 183/19

NATIONAL ARCHIVES

INDIA OFFICE
LIBRARY

PP BEN 1

ফাঁসি

INDIA OFFICE
LIBRARY

রক্তপতাকা প্রণেতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য ছয় পয়সা

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

INDIA OFFICE LIBRARY

ফাঁসি।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ালো ভগৎ, গুরুদেব, রাজগুরু,
নয় চৈত্র ৩৭ সন্ধ্যা সাতটায় মরণের পাখা সুরু।
কহিল ঘাতক সমুচ্চস্বরে মঞ্চ আরোহীগণে,
ঈশ্বরের নাম শেষ একবার স্মরণ করহ মনে।
হাসিতে হাসিতে ফাঁসির দড়ীতে চুমাইয়া দিল শির,
একে একে আহা! ঝুলিয়া পড়িল, তিনটী ভারতবীর।
হ'ল তারা স্থির, নড়িল না কেহ, নড়িবে না কভু আর,
বিস্ময়ে অবাক্ শুদ্ধ প্রকৃতি হেরিয়া ফাঁসির বাহার।
কেহ জানে নাই, কেহ দেখে নাই, নির্জ্জন কারাগারে,
তিনটী বীরের পরমায়ু হায় চলে গেল পরপারে।
চলে গেল বীর উচু করি শির বীরত্ব দেখিল ধরা,
ভারতবাসীর বুক ফুঁড়ে হাই! জীবন্তে যাহারা মরা।
অপরাধ নাকি করেছিল এরা ধ্বংসের আয়োজন,
ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিতে ভেবেছিল প্রয়োজন।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শৃঙ্খলিত হয়ে বৎসরাবধি ভোগ করি' কারাগার,
বিচারে হইল ফাঁসির হুকুম—শাস্তি চমৎকার।
শুনিল না ব্রিটিশ লক্ষ লক্ষ মানবের আবেদন,
দাস্তিকের দম্ভ পরাধীন জাতি পায়ের তলায় পেষণ।
বিধাতার আইন টলে যেতে পারে মানুষের ভরে ভাই!
ব্রিটিশের আইন অচল অটল একটুও টলে নাই।
এমনি ভাবেই দলে দলে কত পরেছে গলায় ফাঁসি,
ঘুমন্ত জাতিরে জাগাইতে তারা বাজায়ে গিয়েছে বাঁশী।
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায়েছে উঠি একটু কাঁপেনি প্রাণ,
একটু নেভেনি অধরের হাসি—যেন আগ্রত ভগবান।
নীরবে নীরবে সহে গেছে ব্যথা দেখায়নি দুঃখ-লেশ,
নীরবে বলেছে, আর ঘুমায়োনা জাগরে আমার দেশ।
কেন মরে এরা কাহাদের তরে বোঝ নাকি ওগো ভাই!
রাজপুত্র যত সুসন্তান যত কেন সুখ খোঁজে নাই।
যৌবনে রঙ্গিন স্বপনের দেশে ভেসে যায় নর-নারী,
কেন তবে এরা ফাঁসি মঞ্চে ওঠে সব সুখ ভোগ ছাড়ি?
দিব্যদৃষ্টিতে হের একবার সারা জগতের পানে,
এ ভারত ছাড়া সবাই-স্বাধীন বেঁচে আছে ধনে মানে।
ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মাণ, চাইনিজ, রাশিয়ান,
ভীম বাহুবলে উড়াইছে তারা স্বাধীনতার নিশান।
তুরস্ক, পারস্য, ক্ষুদ্র বেলজিয়ম, নগণ্য আয়র্ল্যাণ্ড
আফগানিস্থান আদি কত দেশ রাজার স্বাধীন ব্যাণ্ড
মোদের মতন মরেনা তাহারা রোগে ভুগে ক্ষুধাতরে,
অভাব-ক্লান্তির হাহাকার-ধ্বনি নাহি সেথা ঘরে ঘরে।

মরেনা তাদের শ্রমিক লাঞ্ছিত ধনিকের অত্যাচারে,
বণিকের ভয়ে ভীত নহে কেহ শাসকের অবিচারে।
আপনার দেশে চোরের মতন কেহ নাহি করে বাস,
পর পীড়নের ধারেনাকো ধার কেহনাকো দীর্ঘশ্বাস।
ধনিক শ্রমিক সকলের তরে সবাই ভাবনা করে,
মঙ্গল কামনা করে থাকে তারা বড় ছোট পরস্পরে।
শাসকের হাতে খেলার পুতুল সেদেশে মানব নয়,
পরাধীন মোরা দুর্মতি অশেষ শাসনে সেথা হয়।
এমন মরার মত বেঁচে থেকে কতকাল রবে আর,
হে ভারতবাসি! বিদেশী তোমায় করিবে কি ছারখার?
আমার দেশেতে মানুষ কি নাই? আপনার দেহ প্রাণ,
আপনার মান বিদেশীর করে হ'বে শুধু বলিদান?
রক্ষা করিতে দাঁড়াবে না কেহ কহিবে না কোন কথা,
কোন প্রতিকার হ'বে নাকি ভাই! শুধুই সহিবে ব্যথা?
বাজাও ভারত রণবাদ্য যদি জীবনের সুখ চাও,
স্বাধীনতা সুখ লভিতে ধরায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও।
শত অপমান লাঞ্ছনারাশি সহ কেন বীর আর,
মানুষের মত মানুষ জগতে পর গলে যশোহার।
ছিঁড়ে ফেল সবে দাসত্ব-শৃঙ্খল কেঁপে উঠুক চরাচর,
মানুষের শক্তি দেখিয়া মানুষ মানুষে লাগুক ডর।
স্বাধীনতা বিনা মানুষের মান রক্ষার উপায় নাই,
কর দৃঢ়পণ ভারত সন্তান স্বাধীনতা চাই চাই।
স্বাধীনতা লাভ নহে কোন কালে পর-অনুগ্রহ-দান,
স্বাধীনতা-ধন পদতলে তার যেবা হয় শক্তিমান।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাহুশক্তি মহাশক্তি বলে রুখিয়া দাঁড়াও ভাই !
আপনার কানে আপনি শোনাও, আমি বিনা গতি নাই ।
যারা ভারতের নরনারী যত কয় মুখে উচ্চারণ,
আমি ছাড়া আর কেহ নাহি মোর আমার উদ্ধার কারণ ।
আমিই সাধিব আপনার মান আমারি হউক জয়,
স্বাধীন দেশের মানুষের মত আমিও জগতে মানুষ ।
আপনার প্রাপ্য জীবনের মূল্য আদায় করিব ভাই
এস ভারতবাসি ! করি প্রাণপণ স্বদেশ উদ্ধার ভাই

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কালের বিষাণ।

ধিকি ধিকি জ্বলে যেন রাবণের চিতা
অহিংসা সংগ্রাম ভারতের বুকে,
নিভিবে না কভু মুক্তি বিনা স্বাধীনতা
ওদের ঐ কামানের মুখে।
নব নব রূপ ধরি গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়ি,
কাঁপায়ে ভারতভূমি রণরঙ্গে মাতে নরনারী।
নাহি ভয় নাহি শঙ্কা,
যাজ্ঞায়ে রণডঙ্কা,
চলিয়াছে ধীরে ধীরে,
মোচন করিতে জননীর দুঃখ মুক্তি সিন্ধুতীরে।
জনাদে বীরগণ,
করে মন প্রাণপণ,
কে আছ নির্ভীক ওগো সত্যের সাধক!
হের ঐ সম্মুখে তব জলন্ত পাবক!
আত্মাহুতি দিতে হ'বে,
ধরজিয়া উঠ এবে,
সিংহের শাবক!
উড়াওরে বিজয় নিশান!
বাজে ভাই কালের বিষাণ!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গান।

জাতি সমাজ কস্‌নে তোরা

ভাঙ্‌রে জাতির বাঁধ --

মিছে কস্‌নে দলাদলি

বিবাদ বিসম্বাদ।

এক দেশেতে কস্‌নে বাস

পাশাপাশি বারোমাস

এক ফসলে দেহপুষ্ট হয়রে চিরকাল—

কেন ঘটাস পরমাদ।

এ ভেদাভেদ তুলে দে

দূর করে' দে—দূর করে' দে

একাকারের বান ডাকারে—বান ডাকাবে ভাই।

মানুষ হ'য়ে বেইমান হ'য়ে সাধিস্‌নারে বাদ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গান।

কি হ'বেরে পরাণ রেখে দাসখতে নাম লিখে,
গাধার মতন জীবন আপন বোঝাপড়া শিখে।
বাঁচ্‌তে তোরা চাস্ যদিরে
স্বাধীন হ'রে—স্বাধীন হ'রে
আপনারে মানুষ বলে দেরে পরিচয়,
স্বাধীন দেশের মানুষ যেমন ধরার বুকে রয়,
উড়ায়ে নিশান বাজিয়ে বিষাণ দিগ্বিদিকে।

স্বাধীনতা ঘুচায় দেশের সৈত দুখ রাশি,
খেয়ে পরে সবাই সুখী সবার মুখে হাসি।
সে সুখ তোরা চাস্ যদিরে
চলরে ছুটে চলরে
বুক পেতে যে হাসি-মুখে কামান গোলার মুখে—
উড়িয়ে দেরে পুড়িয়ে দেরে আপন দেহটিকে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অশান্তি।

আইন অমান্য সুরু হইতেই সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইল। গভর্ণমেণ্ট চণ্ডনীতির দ্বারা আইনভঙ্গকারীদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ফলে দেশব্যাপী লেলিহান্ শিখা বিস্তার করিয়া বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বড়লাট আরউইনের এমনই দুর্ভাগ্য যে পর পর একাদশটী অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। পুলিশের লাঠিতে কত দোষী নির্দ্দোষী মাথা ফাটাইল, সৈনিকের পিস্তল বন্দুকের বুলেট হজম করিতে না পারিয়া কত লোক অকালে পরপ্রাপ্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু চক্ষের সম্মুখে এই সমস্ত লোমহর্ষণকর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াও দেশবাসী বিন্দুমাত্র ভীত বিচলিত হইল না। বরং তাহারা হাসিমুখে ব্রিটিশের পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিয়া আরও উৎসাহে আন্দোলন চালাইতে লাগিল, ভারতের বীর যুবককে বিধাতার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইল।

মরণই ভবিতব্য। মানুষের ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বসুন্ধরা নরশোণিতে অবগাহন করেন। দেশের জন্য জাতির জন্য

কাপুরুষ নয়, যে মরণকে ভয় করিয়া চলিবে? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, ভারতের বীর অকাতরে হৃদয়-শোণিত ঢালিয়া দিয়া এ ভারতভূমিকে চির উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। কত যুদ্ধ করিয়া কত বিক্রম দেখাইয়া তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই এতদিন তাহারা নির্জ্জীবের মত পড়িয়া ছিল। আবার তাহাদের চেতনা হইতেছে—চাহিয়া দেখিতেছে, দস্যু নির্ভাবনায় লুণ্ঠন চালাইতেছে—সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ঘুমন্ত জাতির বক্ষে পদাঘাত করিতেছে। তাহাইত বীর ভারত আজ গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে কিন্তু তাহাদের অবসাদ এখনও দূর হয় নাই। ঘুম সকলেরই আছে এবং তাহা কখনও চিরস্থায়ী নয়। ভারতের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে—হাই তুলিয়া কেবলমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—চোখ রাঙ্গাইতেছে সত্য তবে এখনও বেশীর ভাগ ঘুমিতেছে। কে জানে, মুহূর্ত্ত মধ্যে কি মূর্ত্তিই না ধারণ করিবে?

ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ দেশ, এমন কি, মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এত বড় একটী দেশ মুষ্টিমেয় অনধিক ইংরাজের দ্বারা শাসিত হইতেছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অবশ্য পৃথিবীতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রবল শক্তিসম্পন্ন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তথাপি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যত শক্তিসম্পন্ন হউন না কেন, যে দেশের অধিবাসীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটির উপরে সেই প্রবল জনশক্তি যদি একযোগে বিপক্ষতাচরণ করে, তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবেই যাইবে। ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে এতদূর উন্মত্ত যে প্রজা জন-সাধারণের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন না।

গত এক বৎসরে গভর্ণমেণ্ট অত্যাচারের চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন: খোরসাদ তালুক ছারখার হইয়াছে—মেদিনীপুর ধ্বংস হইয়াছে—কত

সময় সময় ভস্মীভূত হইয়াছে। কত ধনী নিধন যে ধনে প্রাণে মরিয়াছে, তাহার শেষ নাই। তথাপি ভারতবাসী দমিত হইয়াছে কি? দণ্ডনীতির দ্বারা কখনও উত্তেজিত প্রজা শান্ত হইতে পারে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সম্ভবতঃ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, বৈ কি। নতুবা তাঁহারা গোলটেবিল বৈঠকের ডাক করিয়া ভারতবাসীকে আহ্বান করিবেন কেন? কিন্তু কপটের অশেষ দোষ। তাঁহারা ভারতবাসীকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হইলেন না, যাহাতে ভারতবাসী স্বার্থই কিছু আশা ভরসা করিতে পারে। কাজেই প্রকৃত দেশনেতারা বৈঠকে যোগদান করিলেন না, গোটাকতক ধামাধরা পুতুল সংগ্রহ করিয়া গভর্নমেণ্ট গোলটেবিলে বানর-নাচ নাচাইলেন, কতকগুলি লম্বা লম্বা ফাঁকা আশার বাণী শুনাইয়া। কিন্তু শুধু মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

যাহা হউক, কপটতা কপটেরাই প্রকাশ করিয়া থাকে। সঃসঃ আবার গান্ধী-আরউইনে সন্ধী স্থাপিত হইল, দেশময় অশান্তি নিবারিত করিবার জন্য এবং নূতন গোলটেবিলে যোগদান করিয়া গান্ধী প্রমুখ দেশনেতারা যাহাতে ভারত ও ব্রিটনের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন। সন্ধি-পত্রে উভয়ের স্বাক্ষর হইয়া গেল। চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস কর্তৃক তাহাদের প্রত্যেক কেন্দ্রে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হইল। অথচ প্রায় মাসাবধি হইতে চলিল, এখনও সকল অহিংস রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল না। সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া গভর্নমেণ্ট সর্ত অনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন না। সুতরাং গভর্নমেণ্টের সন্ধির মূল্য আছে বলিয়া ত মনে হয় না।

তথাপি দেশবাসী যথেষ্ট শান্তভাব অবলম্বন করিয়াই ছিল। এমন কি বিপ্লবীরাও পর্য্যন্ত কোন সাড়া-শব্দ দেয় নাই। দেশবাসী কেবল গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছিল, কি হিংসামূলক

কি অহিংসামূলক সকল রাজবন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। লাহোর ষড়যন্ত্রের আসামী ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী এই ফাঁসি মকুব করিবার জন্য কত আবেদন করিল- এমন কি, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীজীর নিকট যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিল, প্রাণদণ্ডে আদেশপ্রাপ্ত যুবকগণ নিশ্চয়ই অব্যাহতি লাভ করিবেন। কিন্তু সহসা ২৪ই চৈত্র সন্ধ্যা সাতটায় উক্ত যুবকত্রয়ের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ যখন বিদ্যুৎবেগে দিকে দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, দেশবাসীর মনে দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেশবাসী আতঙ্কিত হইতেছে। যেন পুঞ্জীভূত মেঘ দিগ্‌দিগন্ত গ্রাস করিয়া ভারতবাসীকে ঘোর অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছে।

যে মুহূর্তে সন্ধি হইল, এবং আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে এই লোমহর্ষণকর ঘটনা ঘটাইয়া রাজনৈতিক চাল হিসাবে লর্ড আরউইন মস্ত ভুল করিলেন, সন্দেহ নাই। যদি ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি দেওয়াই গভর্ণমেণ্ট একান্ত স্থির করিয়াছিলেন, অন্ততঃ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর তাঁহারা দিতে পারিতেন। যদি গভর্ণমেণ্ট এই ফাঁসি মকুব করিয়া উহাদিগকে দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও দেশে কতকটা শান্তি ফিরিয়া আসিত এবং তাঁহাদের উপর প্রজা জনসাধারণের কি বিশ্বাসই না জন্মাইত! গভর্ণমেণ্ট মস্ত একটা সুযোগ হারাইয়া ফেলিলেন। শান্তির জন্য সন্ধি করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজেরাই আবার আগুন জ্বালাইতেছেন। তাঁহারা সন্ধি ভঙ্গ করিতেছেন—শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন—লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আবেদন নিবেদন

উপেক্ষা করিয়া নিজেদের জেদ বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু এ জেদ কতদিন বজায় থাকিবে?

লর্ড আরউইনের রাজত্বকালে একাদশটী অর্ডিন্যান্স জারি হইল। নূতন গভর্ণর লর্ড উইলিংডন আসিতেছেন। তিনি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া হয়ত ১১×১১=১২১টী অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া বসিবেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অর্ডিন্যান্স জারি করিলেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে শান্তি আনয়ন করিতে পারিবেন না। বরং উত্তরোত্তর বিদ্রোহ-বহ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিষ ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবে। সে আগুনে কি ভারতবাসী পুড়িয়া মরিবে? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না?

ভারতবাসী অশান্তি চাহে না। চিরশান্তি প্রিয়ারী ভারতবাসী শান্তি তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতে চিরকালই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তবে তাহাদের অভাব অভিযোগের দিকে গভর্ণমেণ্টকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে এবং ভারতবাসী যাহাতে শৃগাল কুকুরের মত পদদলিত না হইয়া প্রকৃত মানুষের মত জীবনের মূল্য আদায় করিয়া জগতে বিচরণ করিতে পারে, এ ব্যবস্থা করিতে পারিলে অবিলম্বে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—ব্রিটন ও ভারত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে কাল কাটাইবে।

সমাপ্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত

অত্যাশ্চর্য্য ঘটনামূলক অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস

১। **বঙ্গের বীরকুমার।** বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একাকী নিরস্ত্র নিঃসহায় যুবরাজ দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালী সপ্তদীপের অধিপতিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। বেশধারী আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে—কোটী কোটী লোকের চক্ষের সম্মুখে অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া চৌর্য্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন অথচ কেহই তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না—কি অদ্ভুত লীলা। যেন বায়োস্কোপের ছবির মত মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া দেখিতে হয়—কি হয়—কি হয় এই ধরে—এই ধরে, যেন আলোর আলোর মত কোথায় লুকাইয়া যায়। পড়ুন, স্বদেশী বীরের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হউন। সচ্চরিত্র, উদার হৃদয়, পরম ধার্ম্মিক তরুণরাজ বঙ্গের যুবরাজের কাহিনী পাঠ করিলে প্রত্যেক মস্তক নত হইয়া পড়ে। এই পুস্তকে আরও অনেক মধুর চিত্র ও চরিত্র আছে। মূল্য সামান্য—বারো আনা মাত্র।

২। **সমর-সঙ্গিনী।** বীরকুমারের চরিত্রের পরবর্ত্তী ঘটনা। ইহাতে সেনাপতি-তনয়া সুধাময়তার তেজস্বিতা ও মধুর চরিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইবেন। ইহার মূল্যও বারো-আনা।

৩। **রণরঙ্গিনী ও প্রতিজ্ঞা পালন।** (একত্র) এই দুই খানি পুস্তক সমর-সঙ্গিনীর পরবর্ত্তী অংশ। অদ্ভুত উপায়ে বঙ্গের যুবরাজ কর্ত্তৃক রাজকন্যা সুবর্ণলতা হরণ। মূল্য আড়াই—মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

উপরোক্ত তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে লইলে আড়াই টাকায় পাইবেন। ভিঃ পিঃতে লইলে ডাকমাশুল অতিরিক্ত লাগিবে

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস এণ্ড কোং

৫ শিবনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

স্বয়ম্বরা

হাসির হর্ব্বা! নবরসের কোয়ারা! সৌন্দর্য্যের বন্যা! পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে হাসিতে হাসিতে গড়াইতে গড়াইতে নর্দ্দামায় গিয়া চিৎপাত হইলেও হাসি থামিবে না।

মূল্য এক টাকা। ভঃ পঃতে পাঁচ সিকা।

বেকার সমস্যার সমাধান।

কর্ম্ম অভাবে যাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের আনন্দ উপভোগ করুন। যেখানে বাঙ্গালী—যেখানে জনতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া এই পুস্তকের কবিতাটী উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলে যথেষ্ট পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই কার্য্য করিয়া প্রতিদিন তিন চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। ইহা কি সুখের বিষয় নহে? গোলামি করিয়া আত্মরক্ষা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুন।

এই পুস্তকের পাইকারী দর প্রতি শতে এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিতে একশত পুস্তক দুই টাকা পড়িবে। অধিক পুস্তকের জন্য চুক্তি হয় স্বতন্ত্র। রেল পার্শেলে লইতে হইলে তিন টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে মাল পাঠানো হয় না। নাম ধাম স্পষ্ট লেখা চাই। রিপ্লাই কার্ড ব্যতীত পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস ব্রাদার্স

৪ দীননাথ মিত্র লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(ছাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ গলি)

প্রকাশক ও প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। "আদিত্য প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" ৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

LIBRARY